ইউনিট ৬

বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

আমাদের দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ছাত্র সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ছে, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি সে অনুপাতে বাড়ছে না। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ঃ৫০। এই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণী পাঠ সম্পাদন অবশ্যই এক দুরূহ ব্যাপার। অপরদিকে এ দেশে রয়েছে হাওড় - বাওড়, চর ও দুর্গম পাহাড়ী এলাকা। সে সব এলাকায় লোকবসতি কম বলে শিক্ষার্থী সংখ্যাও কম। যে সব এলাকার ছেলে মেয়েরা বহু দূর থেকে স্কুলে আসে বা আসতে পারে সেগুলোর অধিকাংশেই রয়েছে এক জন বা দুই জন শিক্ষকের ব্যবস্থা। অথচ শ্রেণী রয়েছে ৫টি। শিক্ষার্থী সংখ্যা যতই কম হোক প্রতিটি শ্রেণীতে ১০/১৫ জন কিংবা তার চেয়ে কম ছাত্রছাত্রী থাকলেও সে ক্ষেত্রে দুই জন বা এক জন শিক্ষকের পক্ষে কি করে সকল শ্রেণীর পাঠদান সম্ভব। এরূপ এক বা দুই জন শিক্ষক দিয়ে চীনে ৪,২০,০০০; ভারতে ২৭,০০০; ইন্দোনেশিয়ায় ২০,০০০ ও মালয়েশিয়ায় ১,৫৪০টি বিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৪০% এবং ফিলিপাইনে ৮% স্কুলে এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে আমাদের পার্বত্য জেলাসমুহ, সিলেটের হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপসমূহে এরূপ বহুদল শ্রেণী পাঠদান পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের মাত্র এক জন বা দুই জন শিক্ষকই কি করে বিভিন্ন দলে বা শ্রেণীতে পাঠদান করবেন সে জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে 'মালটি গ্রুপ' ও 'মালটি গ্রেড টিচিং'। দক্ষিণ প র্ব এশিয়ার বহু উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। আমাদের সনাতন টোল ও মসজিদভিত্তিক মক্তবে এ যুগেও এক জন শিক্ষক কর্তৃক বিভিন্ন দল বা শ্রেণীতে পড়ানো হচ্ছে।

বহু বা কম সংখ্যক ছাত্র বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে কম শিক্ষক দিয়ে 'মালটি গ্রট্টপ' বা 'মালটি গ্রেড টিচিং' পদ্ধতি আমাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত কমানোর জন্য শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মত দলে ভাগ করতে হয়। এক জন শিক্ষক একই সময়ে বিভিন্ন দল বা শ্রেণীকে একই বিষয় বা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ দিতে পারেন। এতে প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শিখন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা হয় শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ও কর্মভিত্তিক।

শিক্ষক যখন দল বা শ্রেণীর নিকট যাবেন তখন তিনি তাদের ব্যক্তিগত সহযোগিতাসহ দলের কাজ শুরু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। বাদ বাকি কাজ শিক্ষার্থী নিজে নিজে করার চেষ্টা করবে। এ পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শ্রেণীবিন্যাস,পাঠ পরিকল্পনা ও শিখন শেখানো কার্যাবলি হবে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। কেননা ১টি স্কুলে এক জন শিক্ষক থাকলে তাকে বিদ্যালয় প্রশাসন, শ্রেণী পাঠন, সমাজের সাথে যোগাযোগ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপদেশ নির্দেশ মানাসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড দেখাশোনা করতে হয়। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সব দিক ঠিক রেখে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা ও পাঠদানকে সার্থক করতে তাকে তার মত চলতে স্বাধীনতা দিতে হবে। কেননা কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই এর শিক্ষকের চেয়ে উত্তম নয়। (No system of education is better than its teachers).

কার্যকর পাঠদান, শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও নমনীয় প্রমোশন নীতির বাস্তবায়ন এবং বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিত করলে বহুদলকে শ্রেণী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট দু'টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৬.১: বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও অসুবিধা এবং শ্রেণী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য।

পাঠ- ৬.২: বহুদল ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান পরিকল্পনার কৌশল ও রুটিন প্রণয়ন

পাঠ ৬.১

বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও অসুবিধা এবং শ্রেণী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।
- বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদানের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।
- বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদানে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণী- ভিত্তিক পাঠদানের ধারণা

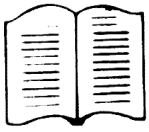

আমাদের দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার নানা সমস্যা বহুল। দেশের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকার যোগাযোগ খুবই অসুবিধাজনক। এসব এলাকার অধিবাসীবৃন্দ সাধারণত গরীব এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক এ দুটি বড় কারণসহ অন্যান্য কারণে এসব এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হওয়ায় শিক্ষক সংখ্যাও কম।

- এক জরিপে জানা যায় দেশে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের সংখ্যা ৭১টি এবং দুই শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের সংখ্যা ১,১৫৪। দুই বা ততোধিক শিক্ষক পদ বিশিষ্ট বিদ্যালয়েও পদ শুন্য থাকার কারণে অনেক সময় কম শিক্ষককেই ক্লাস পরিচালনা করতে হয়। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষাপটেই কম শিক্ষকের সহায়তায় কিভাবে শিক্ষার্থীদের বহুদলকে বা বহুশ্রেণীতে পাঠ দেওয়া যায় সে চিন্তা ভাবনার উদ্ভব হয়েছে।

- 'Multi Group` ইংরেজি এই শব্দের অভিধানিক অর্থ **'বহুদল'**। একই শ্রেণী বা মানের বহু সংখ্যক ছেলেমেয়েকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে নির্দিষ্ট সময় বা পিরিয়ডে এক জন শিক্ষক কর্তৃক পাঠদানই হচ্ছে **'মালটি গ্রট্টপ টিচিং'** বা **'বহুদলভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থা'**। এ দল ভাগ হবে শিখন দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে। অগ্রগামী দল, মধ্যম পর্যায়ের দল ও পিছিয়ে পড়া দল এভাবে দল গঠন করা হয়।

- 'Multi Grade Teaching` এর অর্থ হল বহুশ্রেণী পাঠদান। এ ক্ষেত্রেও এক জন শিক্ষক একই সময় বা পিরিয়ডে যদি একাধিক বিষয়ে পাঠদান করেন তবে তাকে **মালটি গ্রেড টিচিং** বা **বহুশ্রেণী পাঠদান ব্যবস্থা** বলা হয়।

বহুদলভিত্তিক ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থাপনা

- দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বহুদল ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদানের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। সমতল ভূমির তুলনায় আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের রাঙামাটি, বান্দরবন, লামা, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি এলাকা; সিলেট জেলা ও সুনামগঞ্জ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, জীবন যাত্রা, লোক বসতি আলাদা ধরনের। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকুলীয় এলাকা, নদী বেষ্টিত দেশের বহু চরাঞ্চল, হাওড় বা বিল অঞ্চল প্রভৃতি এলাকার জনগণ সাধারণতঃ গরীব। দিন মজুর, মৎসজীবী ও কৃষিজীবীরা এসব অঞ্চলে বসবাস করে। এসব অঞ্চলে

যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। মানুষের জীবন যাত্রার মান খুব নিচু। জনবসতি খুবই কম। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসব এলাকা পশ্চাৎপদ। শিক্ষা সম্পর্কে এসব এলাকার জনগণ একেবারেই উদাসীন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে এলাকাবাসীর জীবনযাত্রা খুবই মন্থর ও বাধাগ্রস্ত। এমন পরিস্থিতিতে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর করে তোলা নিতান্ত প্রয়োজন। অথচ দেশের বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিরাট এক জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গলের কথা ভাবাও যায় না।

- বর্তমানে ভারত, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার মত আমাদের দেশেও বহুশ্রেণী পাঠদান পদ্ধতি অনায়াসেই কার্যকর করা যায়। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও নবাবগঞ্জ জেলার এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে অবশ্যই এ পদ্ধতি চালু করতে হবে।

- দেশের অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা গতিশীল করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এসব অঞ্চলের লোকদেরও দেশের মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। জনবিরল যেসব এলাকার স্কুলে ৫০/৬০ জনের বেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হয় না সেসব বিদ্যালয়ে শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষকের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে বহুশ্রেণীভিত্তিক ব্যবস্থা অবশ্যই চালু রাখতে হবে।

- যে সমস্ত বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ে একই শ্রেণীতে রয়েছে সেখানে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অবশ্যই ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে বহুদল পদ্ধতিতে পাঠ দিতে হবে।

বহুশ্রেণী ও বহুদল পদ্ধতিতে পাঠদান নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহেও প্রযোজ্যঃ

ক. স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট স্কুল যেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করা যায় না।
খ. যেখানে শিক্ষাথীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণী কক্ষ নেই।
গ. শিক্ষার্থীর সংখ্যা স্বল্পতার দরুন বিদ্যালয়ে মাত্র এক জন শিক্ষক আছেন।
ঘ. বদলি, অবসর গ্রহণ বা মৃত্যুর কারণে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে।
ঙ. দরিদ্র পিতামাতার ছেলেমেয়ে যারা পরিবারের রুজ রোজগারে সাহায্য করে এবং সাধারণ সময়সূচি অনুযায়ী বিদ্যালয়ে আসতে পারে না তাদের জন্য এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়।

বহুদল ও বহুশ্রেণী পাঠদানের সুবিধাসমূহ

সুবিধাসমূহ

ক. শিখন কাজে শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থী বেশী সক্রিয় থাকে বলে তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয়।
খ. শিখন দক্ষতা (মেধা) অনুযায়ী দল ভাগ করলে শিখন প্রক্রিয়া জোরদার হয়।
গ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।
ঘ. বহুদল/বহুশ্রেণী পাঠদান ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক যা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।
ঙ. এ ব্যবস্থাদ্বয়ে ব্যবহারিক কাজের প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি জোর দেওয়া হয়।
চ. দলে দলে বিভক্ত হয়ে পাঠ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলীয় মনোভাব ও শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয়।
ছ. পাঠদান ও অনুশীলন করানোর দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

জ. বহুশ্রেণী কক্ষের বদলে কম শ্রেণীকক্ষে বা স্বল্প পরিসরে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যায়।
ঝ. অনেক শিক্ষকের পরিবর্তে কম শিক্ষক দিয়েই পাঠ দেওয়া যায়।
ঞ. কম খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।
ট. সর্দার পড়ুয়ার ভূমিকা পালন করায় পাঠদানের উৎসাহ বেড়ে যায়।
ঠ. সহপাঠীদের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ থাকে না। ফলে সে দুর্বলতা দূর করারও সুযোগ থাকে।

বহুদল ও বহুশ্রেণী পাঠদানের অসুবিধাসমূহ

অসুবিধাসমূহ

১. বহুদল ও বহুশ্রেণী পাঠদান কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

ক. সকল শিক্ষকের পক্ষে সকল বিষয়ে কার্যকরভাবে পাঠদান সম্ভব হয় না।
খ. একজন শিক্ষকের পক্ষে একাডেমিক, প্রশাসনিক ও প্রতিষ্ঠানের দাফতরিক কাজসহ অন্যান্য কাজ করা অত্যন্ত কষ্টকর।
গ. শিক্ষক ক্রমশঃ একঘেঁয়েমি বোধ করেন ও উদ্যম হারিয়ে ফেলেন।
ঘ. পঠন পাঠনের অগ্রগতি কম হয়।
ঙ. শিক্ষকের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বেশি হয়। ফলে কাজের ভাল গুণগত মান আশা করা যায় না।
চ. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সকলের প্রতি সমান নজর রাখতে পারেন না বলে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা যায় না।
ছ. শ্রেণী পঠনের বাইরের কাজ যেমন ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কাজে সকলের অংশগ্রহণ খুব সাফল্যজনকভাবে সম্ভব হয় না।

বহুদল ও বহুশ্রেণী ভিত্তিক পাঠদানের শ্রেণী ব্যবস্থাপনা

যে কোন পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন পরিচালনায় শ্রেণী ব্যবস্থাপনা বা শ্রেণী বিন্যাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহুদল ও বহুশ্রেণী ভিত্তিক পঠন-পাঠনেও শ্রেণী ব্যবস্থাপনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিদ্যালয় গৃহের পরিসর, শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা, আসবাবপত্র, শিক্ষকের ওপর অর্পিত বহুদল বা শ্রেণী সংখ্যা, শ্রেণী বা দলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ইত্যাদির ওপর শ্রেণী সংগঠন বা শ্রেণী ব্যবস্থাসহ পাঠদান কার্যক্রম নির্ভর করে।

সাধারণতঃ কোন শ্রেণী পাঠদানের জন্য শিক্ষার্থীদের গড়ন অনুসারে ছোটদের সামনে ও বড়দের পেছনে বসানো হয়, এতে সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষক ভালভাবে দেখতে পান এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে ভালভাবে দেখতে পায়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ চকবোর্ড ব্যবহার করলে তাও সবার দৃষ্টিগোচর হয়। এ পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষক যেহেতু একই সময় একাধিক দলকে পাঠদান করবেন সে ক্ষেত্রে বিকল্প শ্রেণী ব্যবস্থাপনাসমূহের যেটি বেশি উপযোগী সেটি অবলম্বন করতে পারেন।

ক. বিভিন্ন দল বা শ্রেণী বিভিন্ন কক্ষে বসবে এবং একই পাঠ শুরু করবে। শিক্ষক এক এক শ্রেণীকক্ষে পর্যায়ক্রমে পাঠ দেবেন।
খ. একই কক্ষে দুই দল/শ্রেণীকে দুপাশে বসতে দিয়ে শিক্ষক মাঝে বসবেন এবং একটি চকবোর্ডের দুই পাশ দুই দলের/শ্রেণীর জন্য ব্যবহার করবেন। চকবোর্ডটি কিছুটা পার্টিশন দেয়ালের কাজও করবে।

গ. একই কক্ষে চারটি দল/শ্রেণীকে চার দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে বসিয়ে (এক এক দলকে এক এক দেয়ালের দিকে মুখ করে) শিক্ষক মাঝে বসতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দেয়ালে চারটি পোস্টার-চকবোর্ডের প্রয়োজন হবে। মাঝখানে থেকে শিক্ষক সকল দল/শ্রেণীর প্রতি নজর রাখবেন।

ঘ. একই শ্রেণীকক্ষে দুইটি দল বা শ্রেণী দুই দিকে মুখ করে বসতে পারে। এতে দুটি চকবোর্ডের প্রয়োজন হবে।

ঙ. প্রত্যেক দল বা শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে মুখোমুখি করে বসানো যায়। এতে পরস্পর পরস্পরকে শেখানোর কাজে সহায়তা করা কিংবা সামনা সামনি বসিয়ে পড়ালেখায় অধিকতর প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

চ. একই দল বা শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে 'একজন টিউটর এবং অপর জন টিউটি' এ পদ্ধতিতে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যায়।

ছ. প্রত্যেক দল বা শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে গোলাকার করে বা একজনের পর আরেকজনকে সারি করে বসানো যেতে পারে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল এই যে শ্রেণীবিন্যাসের সময় প্রায় সমবয়সী শিক্ষার্থীদের এক কক্ষে বসাবেন, না অসম বয়সী বিভিন্ন শ্রেণী/দলের শিক্ষার্থীদের এক কক্ষে স্থান দেবেন এটা নির্ভর করে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ওপর। তবে প্রায় একই বয়সী বিভিন্ন দল বা শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণীতে বসানো মনোবিজ্ঞান সম্মত। নিচের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাথে ওপরের শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বসতে অস্বস্তিবোধ করতে পারে। তাই শ্রেণীবিন্যাসের সময় এ ব্যাপারে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে।

শ্রেণীবিন্যাসের আসল উদ্দেশ্য শ্রেণী পাঠনকে সার্থক করে তোলা। বহুশ্রেণী বা দলকে একত্রে পাঠদান সহজ। তাই শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তা আর উপস্থিত সুযোগ সুবিধাদি যতটুকু সম্ভব ভাল শ্রেণী ব্যবস্থাপনায় ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের সংখ্যা কয়টি?
ক. ৫১টি
খ. ৬১টি
গ. ৭১টি
ঘ. ৮১টি।

২। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহুদেশে এবং আমাদের দেশের টোলে ও মসজিদভিত্তিক মক্তবে কোন ধরনের পাঠদান ব্যবস্থা চালু আছে?
ক. মালটি গ্রট্টপ টিচিং
খ. কর্মকেন্দ্রিক টিচিং
গ. সর্দার পড়ূয়া পদ্ধতি
ঘ. ওপরের সব কয়টি?

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মালটি গ্রট্টপ কি?
২। মালটি গ্রেড টিচিং কাকে বলে?
৩। কোন কোন দেশে মালটি গ্রট্টপ শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু আছে?
৪। কোন কোন পরিস্থিতিতে বহুদল পদ্ধতি চালু করা যায়?
৫। বহুদল পদ্ধতিতে পাঠদানের সুবিধা কি কি?
৬। বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদানের শ্রেণী ব্যবস্থাপনার তিনটি কৌশল বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.২ বহুদল ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান পরিকল্পনার কৌশল ও রুটিন প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একজন বা দুইজন শিক্ষক কর্তৃক বহুদল বা বহুশ্রেণীর জন্য পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল বিবৃত করতে পারবেন।
- বহুদল ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান কৌশল জানবেন এবং শ্রেণীপাঠে তা প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বহুদল ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থার শ্রেণী রুটিন প্রণয়ন করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল

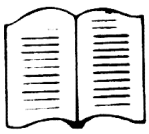

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণতঃ বর্ষভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। এছাড়া কোন কোন বিদ্যালয়ে ষান্মাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা অনুসরণ করা হয় কিন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল একজন বা দুইজন শিক্ষক নিয়োজিত আছেন সে সব বিদ্যালয়ে পাঠ পরিকল্পনা অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ পরিকল্পনা থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

কারণ এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষককে স্থানীয় লোকজন ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ, পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ও বিতরণ, এসএমসির সভা আয়োজন, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কাজে তাঁকে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকতে হয়। এসব কর্মকান্ড পরিচালনাকালে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা যাতে বিঘ্নিত হয় তা বিবেচনায় রেখে একটি কার্যকর পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

এ কারণে শিক্ষাবর্ষকে প্রতি ৪ মাসের একটি করে অংশ ধরে মোট ৩টি অংশে ভাগ করা যায়। বছরের শেষ অংশটির অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসের প্রথম ২ মাস (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) বিষয়ের ইউনিটগুলোর সমাপ্তির জন্য রেখে পুরো নভেম্বর মাস সামগ্রিক পুনরালোচনা এবং ডিসেম্বর মাস ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড প্রস্তুতি, প্রান্তিক মূল্যায়ন, ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যায়। জানুয়ারী থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়কে চার মাসের ২টি অংশে ভাগ করতে হবে। প্রতি বিষয়ের নির্ধারিত ইউনিটগুলোর পঠন-পাঠন এই দুই অংশে সমাপ্ত করার জন্য সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতি অংশে প্রতি বিষয়ের নির্ধারিত ইউনিটগুলো শিক্ষকের ইচ্ছা, সময়, সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে পাঠদানের ফলে অগ্রগতি কম বা বেশি হলে প্রয়োজনীয় সমতা বিধানে শিক্ষক যত্নবান হবেন।

অনেক ক্ষেত্রে পাঠদান ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ কাজের সুবিধার্থে একই বহুশ্রেণী কক্ষে বহুশ্রেণী/বহুদলের শিক্ষার্থীর পাঠদান সহজতর করার লক্ষ্যে বহুশ্রেণী বা বহুদলের বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে এক শ্রেণী/দলকে শিক্ষক যখন সরাসরি পাঠদান করবেন তখন অন্য শ্রেণী বা দলকে এমন কোন শিখন কাজে ব্যস্ত রাখবেন যাতে

শিক্ষকের সরাসরি উপস্থিতিই প্রয়োজন না হয়। এরূপ বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে সাপ্তাহিক শ্রেণী রুটিনে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। তেমন কোন পরিবর্তন থাকলে শিক্ষার্থীদের পূর্বাহ্নে বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে।

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে অবশ্যই শিক্ষককে সহায়তাদানকারী এলাকার স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক এবং সর্দার পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সহযোগীতার বিষয় সম্পৃক্ত করতে হবে।

বহুদল ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান কৌশল

বহুদল ও বহুশ্রেণীভিত্তিক পাঠদান একটি কঠিন ও জটিল শিক্ষাদান পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পাঠদানকালে মনে রাখতে হবে যেন তিনি পাঠদানে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করছেন এবং পাঠদানে তিনি ততটা সক্রিয় নন এ ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে গড়ে না উঠে। এ জন্য তিনি সবদিকে সচেতন দৃষ্টি রেখে নিম্নরূপভাবে পাঠের আয়োজন করতে পারবেন।

- কোন দল বা শ্রেণীকে লিখতে দিয়ে;
- কোন দল বা শ্রেণীকে পড়তে দিয়ে;
- কোন দল বা শ্রেণীকে খেলতে দিয়ে;
- কোন দল বা শ্রেণীকে অংকন করতে দিয়ে;
- কোন দল বা শ্রেণীকে বিশেষ প্রশ্নাদির উত্তর বের করতে দিয়ে;
- কোন দল বা শ্রেণীকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে লাগিয়ে;
- কোন দল বা শ্রেণীকে সামাজিক কাজ করতে দিয়ে।

আর এমনটি করা হলে শিক্ষক অবশ্যই সকল শ্রেণীকে কর্মব্যস্ত রাখতে সমর্থ হবেন।

উপরিউক্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে হলে পাঠদান কৌশল ও পদ্ধতি নিম্নরূপ হওয়া অধিকতর কার্যকর হবে।

পদ্ধতি ও কলাকৌশল

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে দুই শিফটে ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাস চলে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। এ সময় শিশুদের শেখানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়? ধরে নেওয়া যাক কোন স্কুলে এক জন শিক্ষক প্রথম শিফটে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পড়াবেন। সেই স্কুলের ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধরা যাক ৪০ জন ('মালটি গ্রেড টিচিং' চলে এমন এলাকার স্কুল)। শিক্ষক শিখন দক্ষতা তথা পারগতার ওপর ভিত্তি করে ৪০ জন ছেলেমেয়েকে প্রতি শ্রেণীর জন্য ক ও খ ২টি করে মোট ৪টি দলে ভাগ করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কিভাবে শ্রেণী পাঠদান কাজ চালাবেন? শ্রেণীকক্ষটি ৪০ জনের বসার উপযোগী হলে ৪টি দলকে ৪ দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসিয়ে ৪দেওয়ালে ৪টি বোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীর কাজ করবেন।

১ম শ্রেণীর 'ক' দলে তিনি আদর্শ পাঠ দিয়ে ১ জন সর্দার পড়ুয়া ছাত্রের সাহায্যে তা বার বার অনুশীলন করতে দিয়ে 'খ' দলে অংক করতে দিতে পারেন। এ দলে একটি অংক বুঝিয়ে দিয়ে তিনি আবার ১ম শ্রেণীর 'ক' দলের কাছে যেতে পারেন। এ দলের শিক্ষার্থীদের পড়া শুনে, পিছিয়ে পড়াদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিয়ে তিনি ১ম শ্রেণীর 'খ' দলের নিকট যেতে পারেন। তাদের অংক করা দেখে দুর্বলদের অংক সংশোধনে সাহায্যে করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর খাতায় বা চকবোর্ডে তিনি তা সংশোধনের চেষ্টা করতে পারেন।

পরবর্তীতে ২য় শ্রেণীতে 'ক' দলের নিকট শিক্ষক যেতে পারেন। এখানে পাঠ শুনে পাঠে কারও উচ্চারণ ত্রুটি থাকলে তা শোধরানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। পরবর্তীতে 'খ' দলের নিকট গিয়ে তাদেরকে করতে দেওয়া অংক দেখতে পারেন। কয়েক জন পারগ ছাত্র বা সর্দার পড়ুয়ার (শিক্ষার্থীর) মাধ্যমে অন্যদের অংক দেখাতে পারেন। এভাবে ১ম পিরিয়ডের পাঠ শেষ করতে পারেন। একইভাবে ২য় পিরিয়ডেও বিষয় বদলিয়ে ৪টি দলের কাজ তিনি করাতে পারেন।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষক প্রথম শিফটের শিক্ষার্থীদের ছুটি দেবেন এবং নিম্নরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠদান আয়োজন করবেন।

দ্বিতীয় শিফটে (১২টা থেকে ৪টা) ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বেলায়ও শিক্ষক এক এক শ্রেণীতে বা দলে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিংবা একই পিরিয়ডে সব শ্রেণীতেই একই বিষয়ের পাঠের ব্যবস্থা করতে পারবেন। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বুঝে শুনেও উপলব্ধি করে পাঠে অগ্রসর হতে পারবে। তাই এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ কিছুটা সহজ হওয়ার কথা। পাঠ ধরিয়ে দিয়ে বা কাজে অংশগ্রহণ করিয়ে দিয়ে শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। কোন দল বা শ্রেণীর কি প্রয়োজন তিনি সেসব ব্যাপারে সব সময় চোখ কান খোলা রাখবেন। কোন দল বা শ্রেণীতে কোন রকম হট্টগোল বা দুষ্টুমি চোখে পড়লে সাথে সাথে সে ব্যাপারে সেখানে গিয়ে তিনি ছাত্রাছাত্রীদের পাঠে বা কর্মে নিয়োজিত করার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবেন এবং সকল শ্রেণীকে নিম্নোক্তভাবে কর্মে ব্যস্ত রাখবেন ঃ

বহুদল ও বহু শ্রেণীভিত্তিক পাঠদানের রুটিন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

সপ্তাহে বিদ্যালয়ের কর্মদিবসে প্রতিদিন শ্রেণী পাঠনসহ সার্বিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সময় মাফিক সম্পন্ন করার জন্য যে যে কর্মসূচি তৈরী করা হয় তাকেই শ্রেণী রুটিন বলে। আর এই শ্রেণী রুটিনের মাধ্যমে প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। সে কারণে শ্রেণী রুটিনকে বিদ্যালয়ের শ্রেণী কর্মকান্ডের প্রতিবিম্ব বলা হয়।

শ্রেণী রুটিনের প্রয়োজনীয়তা

শ্রেণী রুটিন সপ্তাহের প্রতি দিনের কর্ম ঘন্টার (Working Hour) প্রতিটি মুহূর্তের জন্য করণীয় কাজের কথা বলে। এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ শ্রেণী রুটিন:

ক. শিক্ষকের কাজের সুষম বন্টন করে।
খ. কোন শ্রেণীতে কোন শিক্ষক কি পড়াবেন তা শ্রেণী নির্ধারণ করে দেয়।
গ. শিক্ষকগণের পাঠদান নির্দেশক সূচি।
ঘ. ছাত্র-শিক্ষক সকলের করণীয় কাজের কথা বলে।
ঙ. বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।
চ. শুধু পাঠনই নয়-বরং শিক্ষার্থীদেরকে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যবলি সম্পাদনেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।
ছ. ঘূর্ণায়মান চেইন বা শিকল হিসেবে সকলকে কাজে ব্যস্ত রাখে।
জ. এমন একটি কর্ম নির্দেশক পত্র যা প্রতিষ্ঠানের সর্ব কনিষ্ঠ কর্মচারী থেকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাজের নির্দেশ করে।

রুটিন প্রণয়নের নীতি

যেহেতু রুটিন শিখন -শেখানো কাজের দর্পন বা আয়না -সেহেতু এটি স্বচ্ছ ও মজবুত হওয়া চাই। এতে প্রতিফলিত হওয়া চাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য বাস্তবায়নযোগ্য কর্মকান্ডের সঠিক রূপরেখা। রুটিন তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচ্য:

- সমস্ত শ্রেণী বা দলকে একযোগে কাজে নিয়োজিত রাখার ব্যবস্থা করা,
- গুরুত্ব অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত সকল বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা,
- গুরুত্ব ও পরিসর অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ করা,
- দিনের পূর্বাহ্নে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি প্রভৃতি কঠিন কঠিন বিষয় ও অপরাহ্নে চারু ও কারুকলা, সংগীত, খেলাধুলা ও সামাজিক কর্মাদির ব্যবস্থা রাখা,
- শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থানুযায়ী শ্রেণী পাঠদানের সময় নির্ধারণ করা,
- যতটুকু সম্ভব শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে বিষয় নির্ধারণ করা,
- বিষয়ের প্রতি অনুরাগসহ শিক্ষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের মধ্যে কর্ম বন্টন করা,
- বহুশ্রেণী বা বহুদলে পাঠদান ব্যবস্থায় একই পিরিয়ডে বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের জন্য বিভিন্ন বিষয় বা কাজের ব্যবস্থা রাখা। এ ক্ষেত্রে এক শ্রেণীতে বা দলে পঠনের কাজ চললে অন্য শ্রেণী বা দলে লিখনের কাজ, আরেক শ্রেণী বা দলে গণিতের কাজ, অপর দল বা শ্রেণীতে চিত্রাংকনের কাজ দেওয়া,
- শ্রেণীর অধিক বিষয় শ্রেণী শিক্ষকের জন্য, বেশি পিরিয়ড বিষয় শিক্ষকের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা,
- দিনের মধ্যাহ্ন ভাগে বিশ্রাম, টিফিন, নামাজের জন্য অর্ধ্ব ঘন্টা রাখা,
- প্রাথমিক স্তরে প্রত্যেক পিরিয়ডের পর শিক্ষক আসা যাওয়াসহ ৫ মিনিটের বিরতির ব্যবস্থা করা,
- প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষকের কমপক্ষে ২ পিরিয়ড বিরতির ব্যবস্থা করা কিন্তু বহুদলে তা করা সম্ভবপর নয়।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যাকে শিক্ষক দিয়ে ভাগ করে শ্রেণী শিক্ষক ব্যবস্থা বা ব□ক টিচিং এর ব্যবস্থা করা,
- যতটুকু সম্ভব শিক্ষকগণের ক্লাসগুলো যাতে কাছাকাছি হয় সে দিকে নজর রাখা।

উত্তম রুটিন তৈরির চেয়েও উত্তম কাজ এর সফল বাস্তবায়ন। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বিশেষ উৎসব ও পার্বণ উপলক্ষ্যে আমাদের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে বছরের শেষে পরিলক্ষিত হয় যে, ধর্ম, অংকন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক পিছিয়ে আছে। এজন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সকল শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বহুশ্রেণী বা বহুদল পাঠনে রুটিন তৈরিসহ উপরিউক্ত বিষয়সমূহের অনেক দিকই ঠিক থাকবে না বা রাখা যায় না। কারণ সেখানে শিক্ষক সংখ্যা ১ বা ২ জন মাত্র। এ ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব শিক্ষকের সাধ্যানুসারে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জনে অনুনিবেদিত হতে হবে। এ পদ্ধতিতে ১ম পিরিয়ডে নাম ডাকার জন্য শ্রেণী বা দলের অন্যান্য দিক থেকে কোন শিক্ষার্থীর সহায়তা নেওয়া যায়। নাম ডাকা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। এতে শিক্ষকের কাজে যেমন পরিশ্রম কম লাগবে তেমনি সময়েরও সাশ্রয় হবে। পাঠদানকালেও শিক্ষককে অনুরূপ সাহায্য সর্দার পড়ূয়াদের নিকট থেকে নিতে হবে।

রুটিনের প্রকারভেদ

শ্রেণী রুটিন সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- (১) বারভিত্তিক ও (২) নামভিত্তিক রুটিন। বারভিত্তিক রুটিনে বার বা দিনের প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ বার বা দিনকে কেন্দ্র করে কোন দিন কাকে কোন শ্রেণীতে কি পড়াতে হবে তার উলে-খ থাকে। এ ক্ষেত্রে রুটিনের বাম পাশে বড় হরফে বারের নাম লেখা থাকে। রুটিন ছকের ওপরাংশে পিরিয়ড ও সময়ের উলে-খপূর্বক শ্রেণীসহ শিক্ষকের নাম থাকে।

নামভিত্তিক রুটিনে ব্যক্তির নামের প্রধান্য বিদ্যমান। রুটিনের বাম পাশে শিক্ষকের নাম লেখা থাকে। রুটিন ছকের ওপরের অংশের পাশাপাশি বারের নাম, পিরিয়ড, সময় ও বিষয়ের নাম লেখা থাকে। বিশেষ শিক্ষক কোন বারে কোন পিরিয়ডে কোন শ্রেণীতে কি কি বিষয় পড়াবেন তা বের করা সহজ হয়।

বারভিত্তিক রুটিনে বিদ্যালয় পরিকল্পনা এবং শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করা সুবিধাজনক। অপরদিকে শিক্ষকভিত্তিক রুটিন শিক্ষকগণের পক্ষে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এতে শিক্ষকগণ এক নজরে তাঁদের নামের পাশে লিখিত বার বের করে কোন দিন, কোন পিরিয়ড, কোন শ্রেণীতে কি ক্লাস, তা সহজেই বের করতে পারবেন।

বারভিত্তিক ও শিক্ষকভিত্তিক উভয় প্রকার রুটিনই বিদ্যালয়ে রাখা যেতে পারে। উত্তম ব্যবহারের ফলেই উত্তম রুটিনের কার্যকারিতা প্রতিফলিত হয়।

বহুশ্রেণী বা বহুদলের ২/১ জন শিক্ষক বিশেষতঃ ১ জন শিক্ষকের রুটিন তৈরি মূলতঃ কষ্টকর। এ ক্ষেত্রে সকল বিদ্যালয়, এলাকা ও পরিবেশ একই রকম রুটিন ও পড়ালেখার মান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সুনিপূণ দক্ষতাই এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই এতে নিয়োজিত শিক্ষকের চেয়ে উত্তম নয়।

সেজন্য এ পদ্ধতিতে শিক্ষকের ওপরই ভাল রুটিন ও ভাল শ্রেণী পাঠন নির্ভরশীল। নিচে বহু শ্রেণী বা দলের জন্য শ্রেণী রুটিনের নমুনা প্রদান করা হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাঠ-পরিকল্পনা কি?
২. এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয় কি কি?
৩. বহুদলভিত্তিক শিক্ষাদান কোন কৌশলে আয়োজন করতে হবে?
৪. সর্দার পড়ুয়া পদ্ধতি কি?
৫. দলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি বা কৌশল সংক্ষেপে লিখুন।
৬. রুটিন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৭. শ্রেণী রুটিনের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করুন।
৮. রুটিন প্রণয়নের প্রধান প্রধান নীতি উল্লেখ করুন।